এবং আল্লাহই সর্বোত্তম কুশলী
ALHAYAT MEDIA CENTER

ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কুরআন থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা

সমস্ত ক্ষমতা একচ্ছত্র ভাবে আল্লাহর। {আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী। আর কতই না উত্তম হত যদি এ জালেমরা পার্থিব কোন কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধু আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিন।}[আল-বাকারাঃ১৬৫]।

যাবতীয় সম্মান শুধু আল্লাহর জন্য। {সেসব মুনাফিককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধু আল্লাহরই জন্য।}[আন-নিসাঃ১৩৮-১৩৯]। {আর তাদের কথায় দুঃখ নিও না। আসলে সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর। তিনিই শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।}[ইউনুসঃ৬৫]। {কেউ সম্মান চাইলে জেনে রাখুন, সমস্ত সম্মান আল্লাহরই জন্যে। তাঁরই দিকে আরোহণ করে সৎবাক্য এবং সৎকর্ম তাকে তুলে নেয়। যারা মন্দ কার্যের চক্রান্তে লেগে থাকে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে।}[ফাতিরঃ১০]।

সকল কৌশল আল্লাহর হাতে। {তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা কৌশল করেছে। আর সকল চক্রান্ত তো আল্লাহর হাতেই আছে। তিনি জানেন প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করে। কাফিররা জেনে নেবে যে, পর জীবনের আবাসস্থল কাদের জন্য রয়েছে।}[আর-র'দঃ৪২]।

কেউ তাঁর ক্ষমতা থেকে পালাতে পারে না। তাঁর মাধ্যম ছাড়া কেউ সম্মান অর্জন করতে পারে না। এবং তাঁর কৌশল ছাড়া অন্য কোন চক্রান্ত সত্যিকার অর্থে সফল হতে পারে না।

এগুলো হল বাস্তবতা, যা ক্রুসেডাররা উপলব্ধি করতে পারে নি। তাই তারা দুর্বল ও নির্যাতিত মুসলিমদের নিষ্ঠুর ভাবে অত্যাচার করে। তাদের ইহুদীবাদী, মুনাফিক এবং মুরতাদ সঙ্গীরা ক্রুসেডারদের মাধ্যমে সম্মান ও ক্ষমতা অর্জন করতে চায়। জাহেলিয়াতের সন্দেহ নিয়ে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে এবং ভাবে যে আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে বিজয় দান করবেন না...

কিন্তু বিজয় হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। {তুমি বল, সবকিছুই আল্লাহর হাতে।}[আলে-ইমরানঃ১৫৪]। {আর আল্লাহর কাছেই আছে আসমান ও জমিনের গোপন তথ্য; আর সকল কাজের প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে; অতএব, তাঁরই বন্দেগী কর এবং তাঁর উপর ভরসা রাখ, আর তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তোমার পালনকর্তা কিন্তু বে-খবর নন।}[হুদঃ১২৩]।

তিনি আইন করেছেন যে দ্বীন সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর জন্য এবং

এভাবেই আইন প্রণয়ন করা হবে। {আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।}[আল-আনফালঃ৩৯]। {তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠাতারূপে আল্লাহ যথেষ্ট।}[আল-ফাতহঃ২৮]।

ক্রুসেডার জন কেরী এবং
ইরানী রাফিদা মুহাম্মদ জাবেদ জারিফ

কিন্তু আল্লাহর শত্রুদের বক্রতা ও অহংকারের কারণে তারা আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর বন্ধুদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে। তাদের চক্রান্তের কারণে পর্বতগুলো ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয়, এ আঘাতের দরুন যে কাফিররা আসমান ও জমিনের প্রভুর বিরোধিতা করার সাহস করে। {তারা নিজেদের মধ্যে ভীষণ চক্রান্ত করে নিয়েছে এবং আল্লাহর সামনে রক্ষিত আছে তাদের কু-চক্রান্ত। তাদের কূটকৌশল পাহাড় টলিয়ে দেয়ার মত হবে না।}[ইবরাহীমঃ৪৬]।

এবং তাদের চক্রান্ত বংশগত ভাবেই দুর্বল কেননা এটা শয়তানের দুর্বল চক্রান্তের অংশ। {যারা ঈমানদার তারা জিহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফির তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।}[আন-নিসাঃ৭৬]।

এই দুর্বলতা ইখলাসের ক্ষমতার কারণে -তাওহীদের মূলভিত্তি- যা বান্দাদের প্রতি আল্লাহর মঞ্জুর করেন। যেহেতু অভিশপ্ত শয়তান নিজে থেকেই এর সাক্ষ্য দেয়। {সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ঠ করে দেব। আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত।আল্লাহ বললেনঃ এটা আমা পর্যন্ত সোজা পথ। যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই; কিন্তু পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে।}[আল-হিজরঃ ৩৯-৪২]।

এবং তাদের দুর্বলতা ও তাদের প্রভূ, শয়তানের দুর্বলতা সত্বেও তারা তার (শয়তান) জন্য চক্রান্ত করে। এবং এ কারণে তারা সবচেয়ে ভালো ও সূক্ষ্ম কুশলীর দৃঢ় চক্রান্তের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় এবং তারা তা জানতেও পারে না। {এবং কাফেরেরা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম কুশলী।}[আলে-ইমরানঃ৫৪]। {তারা কি আল্লাহর পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? বস্তুতঃ আল্লাহর পাকড়াও থেকে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে, যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে।}[আল-আরাফঃ৯৯]। {আর যখন আমি আস্বাদন করাই স্বীয় রহমত সে কষ্টের পর, যা তাদের ভোগ করতে হয়েছিল, তখনই তারা আমার শক্তিমত্তার মাঝে নানা রকম ছলনা তৈরী করতে আরম্ভ করবে। আপনি বলে দিন, আল্লাহ সবচেয়ে দ্রুত কলা-কৌশল তৈরী করতে পারেন। নিশ্চয়ই আমাদের ফেরেশতারা লিখে রাখে তোমাদের ছল-চাতুরী।}[ইউনুসঃ২১]। {বস্তুতঃ আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকি। নিঃসন্দেহে আমার কৌশল সুনিপুণ।}[আল-আরাফঃ১৮৩]। {না তারা চক্রান্ত করতে চায়? অতএব যারা কাফির, তারই চক্রান্তের শিকার হবে।}[আত-তুরঃ৪২]।

এবং আল্লাহ তাদের চক্রান্ত দুর্বল করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে ব্যর্থতা, পথভ্রষ্টতা এবং চরম ভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিয়েছেন। {বরং সুশোভিত করা হয়েছে কাফিরদের জন্যে তাদের প্রতারণাকে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে বাধা দান করা হয়েছে। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথ প্রদর্শক নেই।}[আর-র'দঃ৩৩]। {যারা মন্দ কার্যের চক্রান্তে লেগে থাকে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে।}[ফাতিরঃ১০]। {আরও এই যে, আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণাকে এগুতে দেন না।}[ইউসুফঃ৫২]। {কাফিরদের চক্রান্ত ব্যর্থই হয়েছে।}[গাফিরঃ২৫]।

এবং তাদের চক্রান্তের ফলাফল তারা যা চায় তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা শুধু তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে, তাদের দুনিয়াবী জীবন ও পরকাল এর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে যা শুধু তাদের অবমূল্যায়ন ও ধ্বংস বয়ে এনেছে। {তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক চক্রান্ত করেছিলাম। কিন্তু তারা বুঝতে পারে নি। অতএব, দেখ তাদের চক্রান্তের পরিণাম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছি। এই তো তাদের

বাড়ি-ঘর তাদের অবিশ্বাসের কারণে জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। নিশ্চয় এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন আছে। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং পরহেযগার ছিল, তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি।} [আন-নামলঃ৫০-৫৩]। {আর এমনিভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য কিছু সর্দার নিয়োগ করেছি-যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। তাদের সে চক্রান্ত তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই; কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না।}[আল-আন'আমঃ১২৩]। {যখন তাদের কাছে কোন আয়াত পৌঁছে, তখন বলে, আমরা কখনই মানব না যে পর্যন্ত না আমরাও তা প্রদত্ত হই, যা আল্লাহর রাসূলগণ প্রদত্ত হয়েছেন। আল্লাহ এ বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে। যারা অপরাধ করছে,তারা অতিসত্বর আল্লাহর কাছে পৌঁছে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি পাবে, তাদের চক্রান্তের কারণে।}[আল-আন'আমঃ১২৪]। {নিশ্চয় চক্রান্ত করেছে তাদের পূর্ববর্তীরা, অতঃপর আল্লাহ তাদের চক্রান্তের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন। এরপর উপর থেকে তাদের মাথায় ছাদ ধ্বসে পড়ে গেছে এবং তাদের উপর আযাব এসেছে যেখান থেকে তাদের ধারণা ছিল না।}[আন-নাহলঃ২৬]। {যারা কুচক্র করে, তারা কি এ বিষয়ে ভয় করে না যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিবেন কিংবা তাদের কাছে এমন জায়গা থেকে আযাব আসবে যা তাদের ধারণাতীত।}[আন-নাহলঃ৪৫]। {পৃথিবীতে ঔদ্ধত্যের কারণে এবং কুচক্রের কারণে। কুচক্র কুচক্রীদেরকেই ঘিরে ধরে। তারা কেবল পূর্ববর্তীদের দশারই অপেক্ষা করছে। অতএব আপনি আল্লাহর বিধানে পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহর রীতি-নীতিতে কোন রকম বিচ্যুতিও পাবেন না।}[ফাতিরঃ৪৩]।

সুতরাং, কাফিরদের দুর্বল চক্রান্ত শুনে কোন মুসলিমের ভয় করা উচিত নয়। বরং তাকে ধৈর্যশীল হওয়া উচিত এবং কুফফারদের আসন্ন ধংসের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া উচিত। তার সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হল তাওহীদ এবং ফলস্বরূপ তাকে একমাত্র আল্লাহর উপরে নির্ভর করতে হবে, শুধুমাত্র তাঁকে ভয় করতে হবে, শুধুমাত্র তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে এবং মুশরিকদের থেকে বা'রা ঘোষণা করতে হবে। {তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয়; তাহলে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয় তাহলে আনন্দিত হয় আর তাতে যদি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে সে সমস্তই আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে।}[আলে-ইমরানঃ১২০]। {আপনি সবর করবেন। আপনার কেবল সবর আল্লাহর জন্য, তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না।}[আন-নাহলঃ১২৭]। {তাদের কি পা আছে, যা দ্বারা তারা চলাফেরা করে, কিংবা তাদের কি হাত আছে, যা দ্বারা তারা ধরে। অথবা তাদের কি চোখ আছে যা দ্বারা তারা দেখতে পায় কিংবা তাদের কি কান আছে যা দ্বারা শুনতে পায়? বলে দাও, তোমরা ডাক তোমাদের অংশীদারদিগকে, অতঃপর আমার অমঙ্গল কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না।আমার সহায় তো হলেন আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। বস্তুত; তিনিই সাহায্য করেন সৎকর্মশীল বান্দাদের। আর তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাক তারা না তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে, না নিজেদের আত্মরক্ষা করতে পারবে।}[আল-আ'রাফঃ১৯৫-১৯৭]। {বরং আমরাও তো বলি যে, আমাদের কোন দেবতা তোমার উপরে শোচনীয় ভূত চাপিয়ে দিয়েছে। হুদ বললেন-আমি আল্লাহকে সাক্ষী করেছি আর তোমারাও সাক্ষী থাক যে, আমার কোন সম্পর্ক নাই তাঁদের সাথে যাদের কে তোমরা শরিক করছ;তাকে ছাড়া, তোমরা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট করার প্রয়াস চালাও, অতঃপর আমাকে কোন অবকাশ দিও না।আমি আল্লাহর উপর নিশ্চিত ভরসা করেছি যিনি আমার এবং তোমাদের পরওয়ারদেগার। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নাই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার পালকর্তার সরল পথে সন্দেহ নেই।}[হুদঃ৫৪-৫৬]।

এই শিক্ষাগুলো সবসময় মুসলিমদের অন্তরে থাকা উচিত, কেননা ক্রুসেডার ও মুরতাদরা তাদের নতুন নতুন ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করছে। তার নিজেকে এবং অন্যদেরকে এই শিক্ষাগুলো স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, যাতে সে তাদের দুর্বল চক্রান্তের পূর্বে বা 'চরমপন্থী ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' এর শিরকী বিশ্বাসের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার পূর্বে অধঃপতিত না হয়। [১]

খলিফার পক্ষ থেকে মুরতাদদের শেষ চক্রান্তের ব্যাপারে আহবান

২৫ রজব ১৪৩৬ তারিখে, খলিফা (আল্লাহ তাঁকে হিফাজত করুন) উম্মাহর উদ্দেশ্যে "তোমরা বেরিয়ে পড়, হালকা বা ভারি অবস্থায়" শিরোনামের বক্তব্যের মাধ্যমে আহবান জানান, যেখানে তিনি সংক্ষিপ্ত ভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে একটি নতুন চক্রান্তের পটভূমি উল্লেখ করেন। তিনি প্রথমে ঐ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সতর্ক করেন যা বিভিন্ন বিদ্রোহী দলগুলোকে রিদ্দাহ করতে এবং কুফফারদের দোসর হতে এবং তাদেরকে ছাড় দেওয়ার ইচ্ছা ও ক্রুসেডারদেরে কাছে চিরস্থায়ী শান্তির আশা করার দিকে পরিচালিত করে। তিনি বলেন, "হে মুসলিমগণ, যেই মনে করুক না কেন যে ইহুদী, খ্রিস্টান, আর কাফিরদের সাথে মীমাংসা করা তার সামর্থ্যের ভিতরে এবং তারা ও তার সাথে মীমাংসা করবে, যাতে সে তাদের সাথে তার দ্বীন এবং তাওহীদ অক্ষত রেখে

১ দাবিক ৯ ইস্যুতে 'শিরকের ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' নামের অনুচ্ছেদটি দেখুন।

ক্রুসেডার ওবামা এবং তার ত্বাগুত মিত্র
সালমান ইবন আব্দুল-আজিজ

সহাবস্থানে থাকে এবং তারা ও তার সাথে সহাবস্থানে থাকে। তাহলে সে তার রবের পরিষ্কার বাণীকে আড়াল করলো। তিনি বলেন, {বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে। যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়।}[আল বাকারাহঃ২১৭]।...অতঃপর এই হচ্ছে মুসলিমদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে কাফিরদের অবস্থান, যা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। এবং আল্লাহর রীতি-নীতিতে কোন রকম বিচ্যুতিও পাবেন না।}[ফাতিরঃ৪৩]

তিনি বলেন, "হে মুসলিমগণ, ইসলাম কখনো একদিনের জন্যও (তথাকথিত) শান্তির ধর্ম ছিলোনা। ইসলাম যুদ্ধের ধর্ম। আপনাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তরবারী সহকারে সৃষ্টিকূলের জন্য রহমত হিসেবে অবতরণ করেছিলেন। তিনি যুদ্ধ করার জন্য আদেশ প্রাপ্ত ছিলেন, যতক্ষণ না একমাত্র আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর কওমের মুশরিকদের বলেন, "আমি তোমাদের জবাই করতে এসেছি" তিনি সাদা-কালো, আরব-আজম নির্বিশেষে সবার সাথে যুদ্ধ করেছেন। তিনি নিজে অসংখ্য আক্রমনাত্মক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং অন্যান্য রক্ষনাত্মক যুদ্ধে জড়িত হন। তিনি কখনো একদিনের জন্যও যুদ্ধ থেকে ক্লান্ত হননি"। ... তাঁর সাহাবী এবং তাদের সাথীরাও তাই করে গেছেন। তাঁরা যুদ্ধ কে নমনীয় বা ত্যাগ করেননি, যতক্ষণ না তারা পৃথিবী অধিকার করে নেন, পূর্ব থেকে পশ্চিম দখল করে নেন, জাতিসমূহ তাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে, ভূমিসমূহ তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তাদের তরবারীর ধার দ্বারা করতলগত হয়। একইভাবে, বিচার দিবস পর্যন্ত যারাই তাদের অনুসরণ করবে তাদের অবস্থা একই হবে। আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের আখেরী জামানায় মালাহিমের কথা জানিয়ে গেছেন। তিনি আমাদের সুসংবাদ প্রদান করেছেন এবং ওয়াদা করেছেন যে, এই যুদ্ধসমূহে আমরাই বিজয়ী হবো। তিনি হচ্ছেন সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত, সালাত ও

ফায়সাল ইবন আল-হোসেইন তার ক্রুসেডার মনিবদের সাথে ছবি তুলছে। আজকের মুরতাদ আর অতীতের মুরতাদদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

সালাম তাঁর প্রতি। আজ আমরা ঐ মালাহিমের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি এবং তার সাথে বিজয়ের আভাস পাচ্ছি।

তিনি ব্যাখ্যা করেন যে মুসলিমরা কাফির দলগুলোর সাথে ততক্ষণ যুদ্ধে বিরত হবে না যতক্ষণ না ঈসা (আলাইহি সালাম) অবতরণ করেন ও মুসলিম বাহিনীকে নেতৃত্ব দেন। তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই কাফিরদের সাথে যুদ্ধ, হিজরাহ এবং জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "হিজরাহ বন্ধ হবে না যতক্ষণ না তাওবাহ (কবুল করা) বন্ধ হয়ে যায় আর তাওবাহ (কবুল করা) বন্ধ হবে না, যতক্ষণ না সূর্য পূর্বদিক থেকে উদিত হয়।[মুয়াবিয়া থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন]...তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বস্তু বানানোর মধ্যে তারা সীমাবদ্ধ আছে, তাহলে শীঘ্রই আপনারা তাদের প্রতিটি জায়গায় সকল মুসলিমকে লক্ষ্যবস্তু বানাতে দেখবেন। যদি ক্রুসেডাররা ক্রুসের ভূমিতে তাদের মাঝে বাসবাসকারী মুসলিমদের তদারকি করে, গ্রেফতার করে এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আশংকা অনুভব করে, তাহলে শীঘ্রই তারা তাদের স্থানচ্যুত করবে, তাদের সরিয়ে নেবে মৃত, কারাবন্দী অথবা গৃহহীন অবস্থায়। তারা কাউকে ছেড়ে দেবে না, শুধু তাদের ছাড়া যারা তাদের দ্বীন ত্যাগ করে এবং তাদের (ক্রুসেডারদের) দ্বীন অনুসরণ করে। অতঃপর আপনারা স্মরণ করবেন আমি আপনাদের যা বলেছিলাম এবং আমি আমার যাবতীয় বিষয় আল্লাহর উপর সোপর্দ করি। হে মুসলিমগণ, ইহুদীরা আর খ্রিস্টানরা এবং অন্যান্য সকল

কাতারের ত্বাগুত, ডান দিক থেকে তৃতীয়, ক্রুসেডার ওবামার এবং আরেক ত্বাগুতের সেবকের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাড়িয়েছে

আরও বলেন, "কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মাতের একদল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়তে থাকবে এবং অবশেষে হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) অবতরণ করবেন, মুসলমানদের আমীর বলবেন, 'আসুন এবং সালাতে আমাদের ইমামতী করুন'। উত্তর দিবেনঃ না। আপনাদেরই একজন অন্যদের জন্য ইমাম হবেন। এ হলো আল্লাহ প্রদত্ত এ উম্মাতের জন্য সম্মান"। [জাবির হতে মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

তিনি ধূসরতার আসন্ন বিলুপ্তির ব্যাপারে এ বলে বর্ননা করেন যে, "এবং যদি আজ ক্রুসেডাররা দাবি করে যে তারা সাধারণ মুসলিমদের লক্ষ্যবস্তু বানানো থেকে এড়িয়ে চলছে এবং তাদের মধ্য থেকে শুধু সশস্ত্র যোদ্ধদের লক্ষ্য কাফিররা আপনাদের উপর সন্তুষ্ট হবেনা, না আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ত্যাগ করবে, যতক্ষণ না আপনি তাদের দ্বীনের অনুসরণ করেন এবং নিজের দ্বীন থেকে বেরিয়ে যান"।

তারপর তিনি কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিত এই যুদ্ধগুলোর সময়ে মুসলিমদের উপরে এই ফরজের ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, "হে মুসলিমগণ, "আপনারা কি মনে করেন, আমরা যে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি তা দাওলাতুল ইসলামের একার যুদ্ধ? এটা সকল মুসলিমের যুদ্ধ। এটা সকল জায়গার সকল মুসলিমের যুদ্ধ, দাওলাতুল ইসলাম শুধু এই যুদ্ধের পুরোধা মাত্র। এইটা কাফিরদের সাথে ঈমানদারদের যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই না। অতঃপর হে মুসলিমগণ, নিজেদের

ক্রুসেডাররা আরব ত্বাগুতদের সাথে তাদের সম্পর্কের মূল্যে রাফিদা ইরানের সাথে তাদের সম্পর্কের সেতু তৈরি করছে

যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যান। সবত্র এগিয়ে যান। কারণ এটা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয, যে ব্যাপারে সে আল্লাহর সামনে জিজ্ঞাসিত হবে...অতঃপর, যে মুসলিমের দাওলাতুল ইসলামে হিজরাহ করার অথবা তার নিজের দেশে একটি অস্ত্র বহনের সামর্থ্য আছে, তাদের জন্য কোন ওজর নেই। কারণ আল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে হিজরাহ এবং জিহাদ করার আদেশ দিয়েছেন এবং যুদ্ধ করাকে তার উপর ফরয করেছেন। এবং আমরা সকল জায়গার সকল মুসলিমকে দাওলাতুল ইসলামে হিজরত করার অথবা তার নিজের দেশে যেখানেই সে থাকুক না কেন সেখানেই যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান করছি"।

এটা হল খলিফার (হাফিযাহুল্লাহ) আদেশ। যে কেউ হয় খিলাফাহ'র উলাইয়াহ-তে হিজরত করবে অথবা যদি সে সেটা করতে অক্ষম হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই ক্রুসেডার, তাদের দোসর, রাফিদাহ, ত্বাগুতদের ও তাদের মুরতাদ বাহিনীকে আক্রমণ করতে হবে। সে যেখানেই থাকুক না কেন বা তার কাছে যাই থাকুক না কেন তাকে এ কাজ করতে দ্বিধা করা উচিত হবে না অথবা তথাকথিত কোন আলেমের সাথে এই ফরজের বিষয়ে আলোচনা করা লাগবে না। তাকে খিলাফাহ'র প্রতি বায়াত দিয়ে আক্রমন করা উচিত যাতে তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু না হয়। এবং সে এই ব্যাপারে দাওলাতুল ইসলামের শহীদদের থেকে চমৎকার উদাহরণ খুঁজে পাবে, যেমন নুমান হাইদার এবং ম্যান হ্যারন মনিস (অস্ট্রেলিয়া), মাইকেল যেহাফ বিবিউ ও মার্টিন কুটুর-রুলো (কানাডা), যেল থম্পসন, এল্টন সিম্পসন এবং নাদির সুফি (আমেরিকা), আমেদী কাউলিবেলী (ফ্রান্স), ওমর আব্দেল হামিদ এল-হুসাইন (ডেনমার্ক) এবং সোফিয়ান আমঘার ও খালিদ বেন লারবি (বেলজিয়াম)।

তারপরে তিনি এ বলে ক্রুসেডারদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দেন যে, "আমেরিকা এবং ইহুদী, ক্রুসেডার, রাফিদাহ, ধর্মনিরপেক্ষ, নাস্তিক এবং মুরতাদদের মধ্য থেকে তার মিত্ররা দাবি করে যে, তাদের জোট এবং যুদ্ধ হল দুর্বল আর মজলুমদের সাহায্য করার জন্যে, দরিদ্রদের সেবা করা, আক্রান্তদের কষ্ট লাঘব করা, দাসদের মুক্ত করার জন্য, নিরপরাধ এবং শান্তিপ্রিয় মানুষদের রক্ষা করার জন্যে এবং তাদের রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্যে। তারা এও দাবি করে যে তারা সত্য, কল্যাণ এবং ন্যায়ের পক্ষে, মিথ্যা, অশুভ এবং জুলুমের বিরুদ্ধে, মুসলিমদের পক্ষে! বরং তারা ইসলাম এবং মুসলিমদের সুরক্ষা দেয়ার দাবি করে! নিশ্চয়ই, তারা মিথ্যা বলে"।

তারপর তিনি তাগুত শাসকদের বিরুদ্ধে সতর্ক করেন যারা মানবসৃষ্ট আইনের মাধ্যমে মুসলিমদেরকে নিপীড়ন করে এবং ক্রুসেডারদের সামনে মাথা নত করে। তিনি বলেন, "হে মুসলিমগণ, যে যালিম শাসকেরা আপনাদের ভূমি শাসন করে তারা ইহুদী আর ক্রুসেডারদের মিত্র। বরং, তারা তাদের দাস, গোলাম এবং পাহারাদার কুকুর ছাড়া আর কিছুই না। যে সৈন্য তারা প্রস্তুত করে, অস্ত্র সরবরাহ করে এবং যাদের ইহুদী ক্রুসেডাররা প্রশিক্ষণ প্রদান করে, তারা তা করে শুধু আপনাদের ধ্বংস করার জন্য, দুর্বল করার জন্য, আপনাদের ইহুদী-ক্রুসেডারদের দাস বানানোর জন্য, আপনাদেরকে আপনাদের দ্বীন এবং আল্লাহর পথ থেকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য, আপনাদের ভূমির কল্যাণ চুরি করার জন্য এবং আপনাদের সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য। এই বাস্তবতা ভর-দুপুরে সূর্যের আলোর মতো পরিষ্কার।

তারপর তিনি মুসলিমদের প্রতি তাগুত শাসকদের উদাসীনতা বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন, "আরব উপদ্বীপের শাসকদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে, তারা অপমানিত হয়েছে এবং তারা তাদের তথাকথিত "বৈধতা" হারিয়েছে। এমনকি সাধারণ মুসলিমদের কাছেও তাদের বাস্তবতা পরিষ্কার হয়ে গেছে। অতঃপর ইহুদী আর ক্রুসেডারদের মধ্য থেকে তাদের মালিকদের কাছে তাদের দরকার ফুরিয়েছে। অতঃপর তাদের মালিকরা সাফাভী রাফিদা আর কুর্দি নাস্তিকদের তাদের স্থানে স্থলাভিষিক্ত করতে শুরু করেছে।

যখন আল-সালুলরা তাদের প্রভূদের তাদেরকে ত্যাগ করা, জীর্ণ জুতার মতো ছুড়ে ফেলে দেয়া এবং তাদের জায়গায় অন্যদের স্থলাভিষিক্ত করাকে উপলব্ধি করেছে, তখনই তারা ইয়েমেনের রাফিদাদের বিরুদ্ধে তাদের লোক দেখানো যুদ্ধ শুরু করেছে। এবং এটা কোন শক্তিশালী ঝড় নয়, বরং এটা হচ্ছে মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তির শেষ ঝটকা, ইনশাআল্লাহ। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে যা ছটফট করছে মাত্র"।

তারপর তিনি বলেন, "তারা আজ ইয়েমেনে রাফিদাদের বিরুদ্ধে আহলুস সুন্নাহর অনুসারীদের রক্ষার দাবি করছে, বরং তারা মিথ্যা বলেছে, ব্যর্থ এবং পরাজিত হয়েছে। তাদের যুদ্ধ, ইহুদী আর ক্রুসেডার প্রভূদের কাছে তাদের তাবেদারী প্রমাণ করা ছাড়া আর কিছুই না। এটা মুসলিমদের দাওলাতুল ইসলাম থেকে ফিরানোর প্রাণান্তকর চেষ্টা, যার কণ্ঠস্বর সর্বত্র উচ্চকিত এবং যার বাস্তবতা সব মুসলিমদের নিকট আজ পরিষ্কার। যার ফলে, মুসলিমগণ দলে দলে দাওলাহতে যোগদান করছে। রাফিদাদের আগুনে তাদের সিংহাসন প্রজ্বলন এবং আরব উপদ্বীপে আমাদের সম্প্রদায়ের লোকদের দিকে রাফিদাদের অগ্রসরের কারণে আল-সালুলের ঝড় বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। যার দরুন আরব উপদ্বীপের মুসলিমরা দাওলাতুল ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। কারণ রাফিদাদের বিরুদ্ধে দাওলাতুল ইসলামই তাদের প্রতিরক্ষা করে। এই চিন্তা আল-সালুল এবং আরব উপদ্বীপের অন্যান্য শাসকদের ভীত বিহবল করে এবং তাদের সিংহাসন প্রকম্পিত করে।

এটাই হলো তাদের তথাকথিত ঝড়ের গূঢ় কারণ এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তাই হবে তাদের ধ্বংস। আল্লাহর মেহেরবানীতে আল-সালুলের আশু সমাপ্তি আসন্ন, কারণ আরব উপদ্বীপের শাসকরা যুদ্ধ করার লোক নয় এবং তাদের সেই ধৈর্য্যও নেই। বরং তারা হল সে সকল ব্যক্তি যারা বিলাসিতা, মাত্রাতিরিক্ত অপচয়, নেশা, বেশ্যাবৃত্তি, নাচ-গান আর উৎসবে মত্ত থাকে। ক্রুসেডার ও ইহুদীদের প্রতিরক্ষার উপর তারা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এবং তাদের লাঞ্ছনা, দুর্দশা ও দাসত্বের সুধা পান করেছে"।

তিনি অবশ্য মুসলিমদেরকে যুদ্ধের বাস্তবতা উপলব্ধি করার জন্য আহবান জানান, "হে সর্বত্র থাকা মুসলিমগণ, এখনও কি যুদ্ধের বাস্তবতা, হক্ব ও কুফরের বাতিল অনুধাবনের সময় আপনাদের জন্য আসেনি? আপনার দেশের শাসকরা কোন সারিতে কাজ করছে আর কোন শিবিরে তার অবস্থান তা যাচাই করে দেখুন। হে আহলুস সুন্নাহ! এই যুদ্ধের আপনারা একাই যে লক্ষ্যবস্তু তা অনুধাবনের সময় কী আসে নি? এই যুদ্ধ কেবল আপনাকে আর আপনার দ্বীনকে নির্মূলের উদ্দেশ্যেই। এখনো কি

মুরতাদ সাহাওয়াহ নেতা আবু রিশাদ তার মনিব, বুশ জুনিয়রের সথে ছবি তুলছে
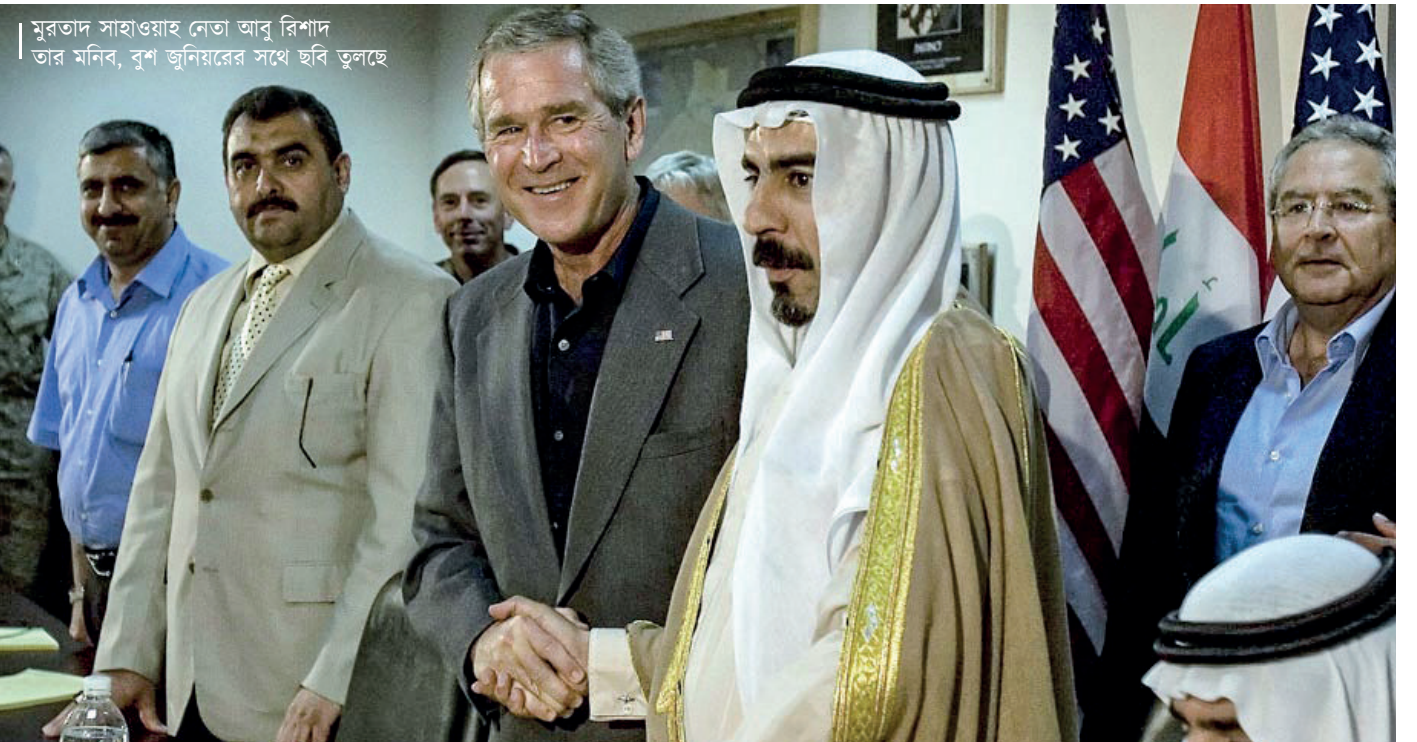
ধ্বংসপ্রাপ্ত চক্রান্তের ব্যাপারে একটি পর্যালোচনা

তাঁর বক্তব্যে মালহামার পূর্বেই ক্রুসেডার ও তাদের মুরতাদ দোসরদের এই চূড়ান্ত ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে একটি সারাংশ রয়েছে, ইনশাআল্লাহ।

প্রথমত, ক্রুসেডাররা খুবই দুর্বল হয়ে গেছে তাই তারা তাদের নিজেদের যুদ্ধ চালাতে পারবে না। এটা ১১ই সেপ্টেম্বার এর বরকতময় হামলার জন্য এবং ইরাক ও আফগানিস্তানের চলমান যুদ্ধের কারণে। তারা অর্থনৈতিক, সামরিক ও মানসিক ভাবে এত দুর্বল হয়ে গেছে যে তারা আর কোন যুদ্ধে লড়াই করতে পারবে না, যদিও কোন সন্দেহ নাই যে, তারা অবশেষে 'দাবিকে' মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে ক্রুসেডারদের দ্বারা আসন্ন সন্ধি ভঙ্গ করার পরে। তাদের দুর্বলতার কারণে তাদের নিজেদের যুদ্ধের জন্য তারা তাদের দোসর ও দালালদের উপরে নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছে। ইরাকে তাগুত সাদ্দামের মুরতাদ বাথ সরকারের পতনের পর থেকে তাদের সঙ্গী হল পেশমেরগা থেকে নাস্তিক কুর্দিরা, সাফাভী[২] সরকারি বাহিনী, সাফাভী মিলিশিয়া এবং মুরতাদ সুন্নী সাহাওয়াত। সময়ের আলোকে, কেন্দ্রীয় সাফাভী সরকারের স্বার্থে সুন্নী সাহাওয়াত দলকে পরিত্যাগ করা হয়। সাহাওয়াত দলকে সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করা হয় না যেহেতু তাদের কিছু অংশ এক সময় ক্রুসেডার ও তাদের দোসর রাফেদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। এভাবে, আমেরিকান বাহিনী প্রত্যাহারের পর, সাহাওয়াতের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করা হয় এর পূর্বের সাথী সাফাভীদের দ্বারা এবং রাফেদীরা এর অনেক সদস্যকে বন্দী করে এবং নির্যাতন করে যদিও একসময় তারা তাদের খিদমত করেছে।

অবশেষে শামে ক্রুসেডাররা ফ্রি সিরিয়ান আর্মি (এফ এস এ) এর উপর ভরসা করল যা সিরিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিলের (এস এন ছি) 'অন্তর্বর্তী-সরকারের' অন্তর্গত। কিন্তু ক্রুসেডাররা এটা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল যে, এই দলগুলোকে তারা যে সামরিক ও বেসামরিক সাহায্য দিয়েছিল তা বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও অস্ত্র ব্যাপারীর কাছে বিক্রি করে দেয়, যা অবশেষে দাওলাতুল ইসলামের কাছে আসত । যা ক্রুসেডাররা তাদের অনির্ভরযোগ্য দালালদের কাছে বিক্রয় করত না তা অবশেষে খিলাফাহ'র সৈনিকরা যুদ্ধলব্ধ গণিমত হিসেবে নিয়ে নিতেন। ক্রুসেডাররা এফ এস এ এর উপর নির্ভর করতে পারতো না যেহেতু এটা খুবই দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল এবং উপযোগী নেতৃত্বের অভাব ছিল । সুতরাং পি কে কে এর নাস্তিক কুর্দিরা তাদের সবচেয়ে বড় দোসরে পরিনত হল যা (পি কে কে) আসাদের সাথে জোটে ছিল। শামের সমসাময়িক ঘটনার বছরগুলোতে পি কে কে হালাব, আর-রাক্কা এবং আল-বারাকাহ এর কিছু অংশ নুসাইরিদের সাথে চুক্তিতে শাসন করেছিল এবং তাদেরকে এই অঞ্চলগুলোতে বাশার এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মুসলিমদের দমন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পি কে কে আসলে কুর্দি শাব্বিহা হিসেবে ছিল এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে এখন সেরকমই আছে। কিন্তু যেহেতু তারা অধিক সুসঙ্গত নেতৃত্ব সম্পন্ন ছিল এবং আদর্শগত ভাবে বেশি অনুপ্রাণিত ছিল, তাই ক্রুসেডাররা তাদেরকে এফ এস এ এর উপরে প্রাধান্য দিত।

তাই ক্রুসেডাররা ইরাকে রাফিদাদের কুর্দি জোটের (পেশমেরগা) এবং শামে নুসাইরিদের কুর্দি জোটের (পি কে কে) উপর আস্থা স্থাপন করল। তাদের এই ইরাকের সাফাভী সরকারকে মদদ দেওয়া এবং ইরানে সাফাভী নেতাদের সাথে সমঝোতার নীতি রাফিদাদেরকে আন্তর্জাতিক ভাবে বিস্তৃত হওয়ার শক্তি ও আত্মবিশ্বাস দিল । রাফিদারা খুব তাড়াতাড়ি ইয়েমেনের কিছু অংশ নিয়ে নিল। সিরিয়ান সরকার তো আগে থেকেই ইরানের দোসর ছিল। লেবাননের অনেকাংশ রাফেদী মিলিশিয়াদের নিয়ন্ত্রনে ছিল। এবং বাহরাইন, কুয়েত এবং সৌদি আরবের (পূর্ব প্রদেশ- কাতিফ, দাম্মাম ও আল আহশা - নাজরান এবং এমনকি মদিনা) বৃহৎ রাফেদী[৩] জনসংখ্যা, কাতার ও আরব আমিরাতের ক্ষুদ্র এবং ওমানের ইবাদী জনগোষ্ঠী ইতোমধ্যে পদক্ষেপ নিল, ফলে আরব তাগুতরা মনে করল যে তাদের সিংহাসন হুমকির সম্মুখীন। এরই মধ্যে তুরস্কের তাগুতরা ক্রুসেডার-কুর্দি জোট এবং তুরস্কের রাফেদী সংখ্যালঘুদের নিয়ে গঠিত এরদোগান সরকার বিরোধীদের নিয়ে চিন্তায় পড়ে যায়। তাগুতত্রয় এ নিয়েও চিন্তিত ছিল যে দীর্ঘায়িত যুদ্ধ দাওলাতুল ইসলামকে শক্তিশালী করবে, যেহেতু এটা তাগুতদের অনীহা ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ করে দেয় এবং এও প্রকাশ করে দেয় যে রাফেদী ও নাস্তিকদের বিরুদ্ধে আহলুস সুন্নাহ এর একমাত্র প্রতিরক্ষাকারী ছিল দাওলাতুল ইসলাম।

খুব তাড়াতাড়ি তুরস্ক, আল-সালুল ও কাতার এর তাগুতরা -মুরতাদ ত্রয়ী- তাদের ক্রুসেডার প্রভুদের অনুমতি ছাড়াই অগ্রসর হল। তারা বিভিন্ন আরব ও অনারব তাগুত যেমন বাহরাইন, কুয়েত, আরব আমিরাত, মিশর, জর্ডান, মরক্ক, সেনেগাল, বাংলাদেশ, সুদান, পাকিস্তান এবং সোমালিয়া থেকে ইয়েমেনের হুথি রাফিদাহ ও আলী আব্দুল্লাহ সালেহ এর বিরুদ্ধে আব্দ রাব্বাহ মানসুর হাদির তাগুত সরকারকে

---

২ এই শব্দটি সাফাভীদ সাম্রাজ্যের মুরতাদ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় যে ছিল সুফি রাফেদী ও ফারসী এবং সে আফগানিস্তানের কিছু অংশ, শাম, আরব উপদ্বীপ, দক্ষিণ ককেশাস, ইরাক, তুরস্ক, বেলুচিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও উযবেকিস্তান শাসন করেছিল। এই রাফেদী শাসকরা তাদের নিয়ন্ত্রিত ভূমিগুলোতে তাদের ধর্ম চাপিয়ে দিত। অবশেষে এটা আধুনিক ইরানের অধিকাংশকে এই রিদ্দাহর দিকে পরিচালিত করে।

৩ এটা যায়েদিয়্যাহ, ইসমায়েলিয়্যাহ ও ইমামিয়্যাহ এর রাফেদীদের অন্তর্গত।

ইয়েমেনে রাফিদা হুথি

সাহায্য করতে সমর্থন পেল। যদিও পূর্বে ক্রুসেডাররা দাবী করত যে হুথি রাফেদীদের সাথে ইরানের কোন সংযোগ নেই, তারপরেও তারা এ অভিযানে সমর্থন দিল।

তখন তুরস্ক হালাবে তার সাহাওয়াত দোসরদের –যারা তুরস্কের সাহায্যের উপর নির্ভর করত- কাছে অনুরোধ করল ঐ এলাকাতে পি কে কে এর সাথে যুদ্ধ শুরু করার জন্য এবং তা হয়েছিল পি কে কে ও জাওলানি ফ্রন্ট সহ বিভিন্ন সাহাওয়াত দলের সাথে যে চুক্তি ছিল তা অনেক দিন ধরে পর্যবেক্ষণ করার পরে। এ মুরতাদ ত্রয়ী –তুরস্ক, আল সালুল ও কাতার- বিভিন্ন দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত নতুন জোট যা তাগুতের সাহায্যের উপর নির্ভর করত –জাইশ আল-ফাতাহ-[৪] কে সাহায্য করা শুরু করল ইদলিব ও আল-কালামুন এ নুসাইরিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। জাইশ আল-ফাতাহ খুব শীঘ্রই আল-কালামুনে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে অগ্রাধিকার দিল। এই সাহায্য পাঠানো এমন এক বিষয় ছিল যা এফ এস এ, এস এন ছি, মুরতাদ ত্রয়ী, ক্রুসেডাররা এবং এমনকি জাইশ আল-ফাতাহ এর কিছু সদস্য দল (যেমন ফাইলাক আশ-শাম) স্বীকার করত। তারপর জাওলানি ফ্রন্ট সহ

কাতারি আর তুর্কি মুরতাদদের সাথে ক্রুসেডার জন কেরি

সাহাওয়াত দলগুলো দা'রার মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে চলে গেল যাদেরকে তারা খাওয়ারিজ বলে অপবাদ দিত। 'ইসলামী' দলগুলো হালাবে জাইশ আল-ফাতাহ এর মত একটি জোট গঠন করল। হঠাৎ করে সাহাওয়াত দলগুলো লাটাকিয়া এবং অন্যান্য জায়গায় নুসাইরিদের বিপক্ষে অগ্রসর হতে লাগল যখন শামে ক্রুসেডারদের পছন্দনীয় বিদ্রোহী দল –এফ এস এ- সামরিক ভাবে অবিশ্বাসযোগ্য প্রমাণিত হল।

এরই মধ্যে, মুরতাদ ত্রয়ী ইরাকের সাফাভী সরকার থেকে তাদের মৌখিক সমর্থন তুলে নিতে শুরু করল, এই ভয়ে যে তাদের দীর্ঘমেয়াদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাদের নিজেদের সিংহাসন কে ঝামেলা করবে। এটা 'ইসলামী' ফ্রন্টকে আবার তুরস্কে একত্রিত হতে এবং শামের ভুমির অবস্থার উন্নতি, ভবিষ্যতের চক্রান্ত এবং তাদের 'নিঃশর্ত' সমর্থনের শর্তাবলীর ব্যাপারে আলোচনা করতে ডাকল। তার মধ্যে একটা চক্রান্ত ছিল শামে 'সমঝোতার ঝড়' যা দাওলাতুল ইসলামেরবিরুদ্ধে অভিযানের একটা বাহানা ছিল মাত্র। আবারও, তাগুতের সাহায্যের প্রতি নির্ভরশীলতা সাহাওয়াত দলগুলোর জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো যা তাদেরকে পরবর্তী রিদ্দাহ এর মধ্যে নিমজ্জিত হতে সহজতর করে দিল।

এসবের মাধ্যমে মুরতাদ ত্রয়ী তাদের ক্রুসেডার প্রভুদের কাছে প্রমাণ করতে চাইল যে, তারা এখন পর্যন্ত ভবিষ্যৎ দেশের জন্য প্রয়োজনীয় এবং এও যে তাদের কাছে ফলাফল প্রবর্তনের ক্ষমতা ছিল এবং তাদের আমেরিকা-রাফেদী সম্পর্ক এবং রাফেদীদের পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে আলোচনায় মতামতের মুল্য ছিল। মূলত লোভ, ভীতি এবং হিংসা তাদেরকে সরিয়ে দিয়েছিল। তারা রাফিদাদের নয় বরং নিজেদেরকে ক্রুসেডারদের দোসর বানাতে চেয়েছিল।

ক্রুসেডার ও তাগুতদের মধ্যে, সুন্নী মুরতাদ ও রাফিদাদের মধ্যে, এফ এস এ ও 'ইসলামিক' ফ্রন্টের মধ্যে, জাওলানি ফ্রন্ট ও জাতীয়তাবাদী দলগুলোর মধ্যে, জাওলানি ফ্রন্ট ও 'ইসলামিক'

৪ এই ইস্যুতে 'আল-কায়েদার মিত্ররাঃ ২' অনুচ্ছেদে এই কোয়ালিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য দল সম্পর্কে পড়ুন।

সাহাওয়াত সমর্থক
আব্দুল্লাহ আল-মুহাইসিনি

সাহাওয়াতদের সারিতে এক
কাফির দ্রুজে যুদ্ধা

এই অঞ্চলের ত্বাগুতদের সাথে দেখা করতে
সাহাওয়াতের প্রধান তিন নেতা তুর্কি সফর করে

দলগুলোর মধ্যে, কুর্দি নাস্তিক ও বিদ্রোহী দলগুলোর মধ্যে যে প্রতিযোগিতা আছে তার সবই তাদের ষড়যন্ত্রের অনিবার্য ভাঙ্গনের ইঙ্গিত দেয়। {তারা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়াল থেকে। তাদের পারস্পরিক যুদ্ধই প্রচন্ড হয়ে থাকে । আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন; কিন্তু তাদের অন্তর শতধা বিচ্ছিন্ন। এটা এ কারণে যে, তারা এক কান্ডজ্ঞানহীণ সম্প্রদায়।}[আল-হাশরঃ১৪]।

ক্রুসেডাররা অবশেষে দেখতে পাবে যে তারা সরাসরি বা মুখোমুখি সংঘর্ষ ছাড়া দাওলাতুল ইসলামকে প্রতিহত করতে পারবে না অথবা –তাদের অবিরাম রক্তক্ষরণের কারণে- ক্রুসেডাররা মুসলিমদের সাথে তাদের যুদ্ধ থেকে বিরত হতে বাধ্য হবে, যতক্ষণ না আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত আল-মালহামা আল-কুবরার সময় আসে।

হে আল্লাহ, হে কিতাব অবতীর্ণকারী, হে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে হিসাব গ্রহণকারী, হে মেঘমালা সঞ্চালনকারী, ঐ দলগুলোকে পরাভূত করুন, তাদেরকে প্রকম্পিত করুন এবং তাদের উপরে আমাদেরকে বিজয় দান করুন।